BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

আলো

জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬ • সংখ্যা-৪ • বর্ষ-২

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাবে

BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ • সংখ্যা-৪ • বর্ষ-২

সম্পাদকীয়

স্বাগতঃ ১৪২৩; বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা সকলকে। "প্রত্যয়" এর চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হল।

সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশ তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে দেশের দরিদ্র পরিবারের মেধাবী অসহায় শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে "শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি নামে" একটি সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এস.এস.সি পাশ করা মেধাবী অথচ লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অসমর্থ এমন দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে। গত ৩১ শে জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ২২ জন অদম্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অর্থ তুলে দেয়া হয়।

অতিসম্প্রতি দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন সভা-২০১৬। এই অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরবর্তী তিন মাসের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে করণীয় ঠিক করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য এলাকাভিত্তিক এসকল সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আপনাদের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অবশ্যই সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। সভায় উপস্থিত সকলের খোলামেলা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সভাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। আশা করি আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং অঙ্গীকারসমূহ বুরোর সকল কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

'প্রত্যয়'কে আরও সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় করার জন্য আপনাদের সকলের বিশেষ করে বুরোর মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের নিকট থেকে নিয়মিত লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

নতুন বছর সকলের ভাল কাটুক এই প্রত্যাশা করি।

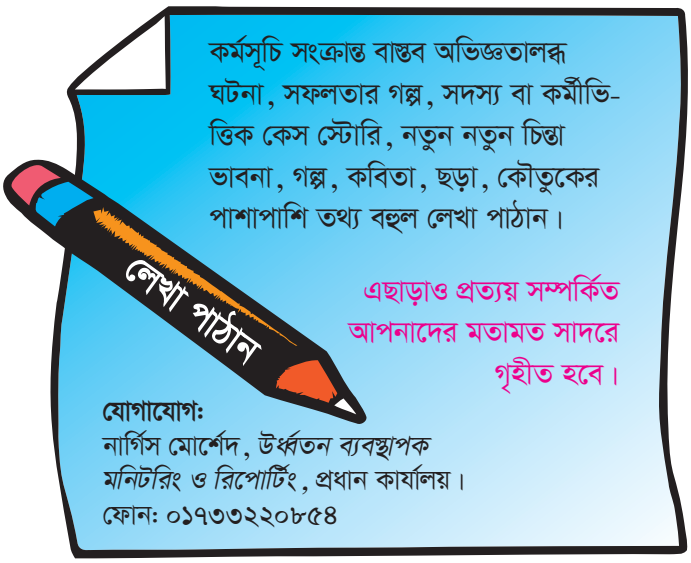

অদম্য মেধাবীদের স্বপ্ন পূরণে বুরোর নব দ্বার উন্মোচন

দারিদ্র্য পীড়িত অদম্য মেধাবীরা দারিদ্র্যকে জয় করে এস.এস.সি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে জিপিএ-৫ পেয়ে এলাকাবাসীকে অবাক করে দিয়েছে। আঁধার ঘরে ওরা একচিলতে চাঁদের আলো। অভাব ছিল ওদের নিত্যদিনের সঙ্গী। দুই বেলা দুই মুঠো খাবার জোটেনি। তবুও থেমে যায়নি ওরা। মাথা নোয়ায়নি দারিদ্র্যের কাছে। এস.এস.সি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে হাসি ফুটিয়েছে দুঃখী মা-বাবার মুখে। শিক্ষাজীবনের প্রথম এ সাফল্যে তাদের দুচোখে এখন এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু বাধা একটাই- দারিদ্র্য। সেই বাধা দূরে ঠেলে স্বপ্ন পূরণে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে বুরো।

ওরা কেউ দিনমজুর, কেউ কাঠ মিস্ত্রী কেউবা অন্যের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করার সন্তান। কেউ নানা বা নানী বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখেছে। অভাব ছিল ওদের নিত্যদিনের সঙ্গী। দুই বেলা দুই মুঠো খাবার জুটেনি কারো। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কেটেছে তাদের।

তারা দিনমজুরি ও প্রাইভেট পড়িয়ে এবার এস.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে এস.এস.সি ও সমমানের পরীক্ষায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছে এরা। খেয়ে না খেয়ে স্কুলে গেছে। কখনো কখনো নিজেও কাজ করে পড়ার খরচ জুগিয়েছে। কেননা, তাদের কারো বাবা দিনমজুর, ভ্যানচালক কিংবা বর্গাচাষি। সংসারে নুন আনতে পানতা ফুরানোর অবস্থা। তবু হাল না ছেড়ে অদম্য ইচ্ছা আর সাহসকে পুঁজি করে তারা সাফল্যের প্রথমধাপ পেরিয়েছে। দারিদ্র্যের কাছে মাথা নোয়ায়নি এরা। তারা কেউবা ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, কিন্তু সে পথ কীভাবে পাড়ি দেবে, তা তাদের জানা নেই। আছে বুক ভরা স্বপ্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম করার দৃঢ় মনোবল, আছে শত বাধাকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়।

অদম্য মেধাবীর কথা আমাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। যারা জন্মের পর থেকেই প্রতিটি মুহূর্ত লড়াই করে চলেছে জীবনের সাথে তবু কখনোও হাল ছাড়েনি পড়াশুনার। পিছু হটেনি কেউ, প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকার লড়াই থেকে। রিক্সা চালিয়ে, দিনমজুরের কাজ করে, ছাত্র পড়িয়ে, নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে, খালে-বিলে মাছ ধরে, অন্যের বাড়ীতে কাজ করে, বুট-বাদাম বিক্রি করে, কখনো দুবেলা খেয়ে কখনোবা একবেলা আবার কখনোবা না খেয়ে তারা বেঁচে থাকার লড়াই করেছে, চালিয়ে গেছে পড়াশুনা। এতো কিছুর পরেও তারা মনোবল হারায়নি কখনো। আর এই মনোবলের কারণেই তাদের এ সাফল্য। ফলাফলে খুশি এই সংগ্রামীরা, খুশি পরিবারসহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার মানুষ। ফলাফলে খুশি হলেও আগামী দিনের উচ্চ শিক্ষার খরচের চিন্তায় এখন সকলের চোখে-মুখে হতাশার ছাপ। ওরা কেউ জানে না কিভাবে চলবে আগামী দিনের পড়াশুনার খরচ! ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভালো ফলাফলের পরও আনন্দের বদলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ওই পরিবারের সদস্যরা।

বুরো বাংলাদেশ এ বছর এই সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে জাগিয়ে তুলতে প্রচেষ্টা শুরু করেছে। এর আগেও এ সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা সহায়তা দিয়ে এসেছে; কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এ বছর থেকে এদের জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে সহযোগিতা করছে। এদেরকে নতুন কিছু করার, নতুনভাবে চেনার, নতুনভাবে জানতে, নতুন স্বপ্ন বুনতে অনুপ্রেরণা জাগাবে এ সংগঠন।

১১ বছর আগে আতিকুর রহমানের বাবা স্ট্রোক করে মারা যাবার পর আশ্রয় মেলে মামার বাড়ি। পড়ালেখায় ভাল হওয়ায় বিদ্যালয়ের বেতন দিতে হতো না তাকে। দিতে হতো না কোচিং ফীও। তবে টিফিন ফী বাবদ মাসে ৩০-৪০ টাকা দিতে হতো। এ টাকাও জোগাড় করা তার পক্ষে অনেক কষ্টকর ছিল। আতিকুর রহমানের অর্থাভাবে কেটেছে প্রতিটি সময়। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে আতিকুর দ্বিতীয়। সে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে। পিতৃহীন আতিকুরের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার।

তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় নুশরাত জাহানের বাবা আজগর আলীকে সাপে কাটে। তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু কপাল মন্দ। ভেকসিন নেই। ছোট ছোট দুটি ফুটফুটে মেয়েকে অথৈ সাগরে রেখে পরপারে চলে যান কাঠ মিস্ত্রী আজগর আলী। ছোট্ট দুটি শিশু মেয়েকে নিয়ে মা দিশেহারা হয়ে পড়েন। শত ব্যথা বুকে চেপে শোককে শক্তিতে পরিণত করে অমসৃণ পথ চলতে থাকেন। দুই বোনের মধ্যে বড় বোন ইডেন মহিলা কলেজে ইংরেজিতে পড়ালেখা করছে। আর নুশরাত গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসি পাশ করেছে। বন্ধু-বান্ধবীরা যখন প্রাইভেট পড়তে যায় ওর ও ইচ্ছে করে প্রাইভেট পড়ার। কিন্তু মার যে সামর্থ নেই। তাই রাত জেগে লেখাপড়া করে সেটা পুষিয়ে নেয় নিজেই। চিকিৎসার অভাবে বাবার অকাল মৃত্যু তার ভেতরে স্বপ্ন বুনে। সে স্বপ্ন ডাক্তার হবার। ডাক্তার হয়ে সে সবার সেবা করার সুযোগ পেতে চায়।

দিনমজুর বাবার ছেলে রোকনুজ্জামান কিরণ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সে তৃতীয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই শিক্ষকগণের নজর কাড়ে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তার রোল ১ হয়। শিক্ষকগণ সবাই ছেলের মত স্নেহ ও ভালবাসেন। বই, খাতা, কলমসহ সব শিক্ষা উপকরণ শিক্ষকগণই কিনে দেয়। পঞ্চম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায় ও কেন্দ্রেও প্রথম হয়। বরাবরের মত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতেও প্রথম স্থান

বুরো বাংলাদেশ এ বছর বাইশ জন দরিদ্র অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীর এইচএসসি পড়ার যাবতীয় শিক্ষা খরচ বহন করবে যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে

অধিকার করে এবং অষ্টম শ্রেণীতেও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়। মাধ্যমিকে নতুন বিদ্যালয় হওয়ায় বিজ্ঞান বিষয়ক তেমন কোন শিক্ষা উপকরণ না থাকায় পড়ালেখায় অসুবিধা হয়। একদিন শিক্ষক মোস্তাক আহমেদ স্যার কিরণের বাড়িতে আসেন। তার নিজের কোচিং এ কিরণকে ভর্তি করান এবং বিনা বেতনে পড়ালেখার সুযোগ করে দেন। কিরণ তার শিক্ষকের মান রেখে এসএসসি তে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পায়। অদম্য মেধাবী এ কিরণের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া।

কথা হয় রামনাথ চন্দ্র মহন্তের সাথে। তার ইচ্ছে সে লেখা পড়া শেষ করে ডাক্তার হবে। দিনমজুর বাবা রবিন চন্দ্র মহন্ত কাজ করে যে কটা টাকা পায় তা দিয়ে কোন রকমে চলে সংসার। এটাই আয়ের উৎস। এই আয়ে তিনি ছেলের লেখা পড়ার খরচ চালাতেন। রামনাথ সেই ছোট বেলা থেকে কঠোর পরিশ্রম করে আজ তার ফল সে পেয়েছে। কিন্তু এরপর কি হবে? তার যে ইচ্ছে এই অভাবী সংসারে যেখানে জীবিকা চালানো কঠিন সেখানে ছেলেকে কলেজে পড়াবো কি করে। আমাদের মত গরিব পরিবারের ছেলে মেয়েরা ভাল রেজাল্ট করলেও অর্থের অভাবে আর এগুতে পারে না। সে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে গিয়ে নিয়মিত ক্লাস করতো। দিদির অনুপ্রেরণায় পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে সে বৃত্তি লাভ করে। বাড়িতে সংসারের অন্যান্য কাজ শেষ করে মনোযোগ দিতো লেখা পড়ায়। বিধাতা তার মনের আশা পূরণ করেছে। সে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল স্যার তার নিজের কোচিং এ রামনাথকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়। রামনাথ জানায়, সাদুল্যাপুর ডিগ্রী কলেজের সাবেক ভিপি সাজ্জাদ হোসেন পল্টন ভাই আমার দেখভাল করেন, পল্টন ভাই এর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সে উচ্চ শিক্ষা শেষ করে ডাক্তার হয়ে সমাজের গরিব অসহায় মানুষের সেবা করতে চায়।

ময়মনসিংহের গৌরিপুর উপজেলার রিক্সাচালক মো. হরমুজ আলীর ছেলে সাইদুল ইসলাম। অনেক কষ্ট করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সে। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সে ষষ্ঠ। বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। কেরোসিনের তেলে কুপির আলোয় লেখাপড়া করতে হতো তাকে। অনেক সময় তেল থাকতো না। তাই দিনের আলোয় পড়ালেখা করতে হতো। অন্যরা যখন ভাল কাপড় পরতো, খেতো ভাল খাবার তখন তারও ইচ্ছে হতো। কিন্তু সে জানে সংসারে দশ জনের খরচ চালানো তার রিক্সাচালক বাবার কত কষ্ট হয়। তাই মনের চাওয়া মনেই চেপে রেখে পড়ালেখা চালিয়ে যায় সে। সাইদুলের মা রহিমা বেগম জানায় -'আমার সব পোলাবান পড়ালেখা করে। ওর বাপে মেঘ নাই রোদ নাই কাম করে। একবার খাইলে আরেকবারের চিন্তা করি। এই যে বুজ্জুন, বালা কাপড় পরি না, খাই না। অতগুলা পোলাবান নিয়া সংসার চালানো বড় কষ্ট অয়। ওর বাপ-আমার দুইজনেরই ইচ্ছা পোলা ডাক্তার অইব। তারার যদি সুখ অয় তো অইডাই আমরার সুখ।' কিন্তু দরিদ্র পরিবারের পক্ষে কিভাবে তা সম্ভব। একজন মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল দশ জনের সংসার।

বুরো বাংলাদেশ এ বছর বাইশ জন অদম্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এইচ.এস.সি পড়ার যাবতীয় শিক্ষা খরচ বহন করবে।

ওরা জীবনের অনেক বাধা অতিক্রম করে সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় করে। জানায় দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি। জীবনের প্রতিকূলতা পেরিয়ে সাফল্য অর্জনকারীরা এখন সকল শিক্ষার্থীর প্রেরণার উৎস, দৃষ্টান্তও বটে। যাবতীয় প্রতিকূলতা অতিক্রম করে অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। তাই তারা অদম্য।

• **শেফালী খাতুন**, *ব্যবস্থাপক-অর্থ ও হিসাব*

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গত ৩১ শে জানুয়ারি টাংগাইলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ২২ জন অদম্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে বুরো বাংলাদেশের শিক্ষাবৃত্তির অর্থ তুলে দেয়া হয়। নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে এস.এস.সি ও সমমানের পরীক্ষায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছে এরা। তাদের আছে বুক ভরা স্বপ্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম করার দৃঢ় মনোবল, আছে শত বাঁধাকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়...

মোমেনা আক্তার

পিতা: মো. আবুল মোবারক
মাতা: মোছা. রিনা বেগম
গ্রাম: দ. গড্ডিমারী
জেলা: লালমণিরহাট

মজিদুল ইসলাম

পিতা: মো. রহমত আলী
মাতা: মোছা. মর্জিনা বেগম
গ্রাম: উ. সিংগিমারী
জেলা: লালমণিরহাট

সোহানুর রহমান মিলন

পিতা: মৃত: হারুনুর রশিদ
মাতা: মোছা. মোর্শিদা বেগম
গ্রাম: পল্লিমারী
জেলা: রংপুর

আতিকুর রহমান

পিতা: মৃত: শাহাদত হোসেন
মাতা: মোছা. স্বপ্না বেগম
গ্রাম: হলোখানা
জেলা: কুড়িগ্রাম

নুসরাত জাহান

পিতা: মৃত: আজগার আলী
মাতা: মোছা. রাহেনা বেগম
গ্রাম: পাঁচপীর
জেলা: কুড়িগ্রাম

শামসুল ইসলাম

পিতা: মো. আব্দুল হামিদ
মাতা: মোছাঃ হাফিজা বেগম
গ্রাম: দ. গড্ডিমারী
জেলা: লালমণিরহাট

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

জাহিদ হাসান হৃদয়

পিতা: মো. বাদল মিয়া
মাতা: মোছা. জোসনা খাতুন
গ্রাম: গড়াবেড়
জেলা: ময়মনসিংহ

জি.পি.এ ৫

সাইদুল ইসলাম

পিতা: মো. হরমুজ আলী
মাতা: মোছা. রহিমা বেগম
গ্রাম: বিশ্বনাথপুর
জেলা: ময়মনসিংহ

জি.পি.এ ৫

কাজী রেফায়েতুল আলম

পিতা: কাজী মাজহারুল আলম
মাতা: মোছা. জহুরা
গ্রাম: জাহাঙ্গীরপুর
জেলা: নেত্রকোণা

জি.পি.এ ৫

মনিরুল ইসলাম

পিতা: মো. সিদ্দিক মিয়া
মাতা: মোছা. মঞ্জুরা বেগম
গ্রাম: আন্ধারুপাড়া
জেলা: শেরপুর

জি.পি.এ ৫

মোঃ রুকুনুজ্জামান কিরণ

পিতা: মো. ছামাদুল ইসলাম
মাতা: মোছা. তাজমহল বেগম
গ্রাম: তারাকান্দি
জেলা: শেরপুর

জি.পি.এ ৫

বন্যা মন্ডল

পিতা: নিত্যানন্দ মন্ডল
মাতা: কল্পনা মন্ডল
গ্রাম: দেলদুয়ার
জেলা: টাংগাইল

জি.পি.এ ৫

মোঃ শাহ্ আলম

পিতা: মো. একরামুল হক
মাতা: মোছা. মরিয়ম বেগম
গ্রাম: পূর্ব বিছনদই
জেলা: লালমণিরহাট

জি.পি.এ ৪.১৭

রামনাথ চন্দ্র মহন্ত

পিতা: রবিন চন্দ্র মহন্ত
মাতা: পুতুল রাণী মোহন্ত
গ্রাম: দাউদপুর
জেলা: গাইবান্ধা

জি.পি.এ ৫

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

তামান্না খাতুন

পিতা: মো. ইয়াকুব আলী
মাতা: মোছা. নার্গিস বেগম
গ্রাম: মারমা
জেলা: টাংগাইল

জি.পি.এ ৫

খাদিজা

পিতা: মো. আলমাস
মাতা: মোছা. জাহানারা
গ্রাম: নাচনা পাড়া
জেলা: পটুয়াখালী

জি.পি.এ ৫

হালিমা

পিতা: মো. এসকান মোল্লা
মাতা: মোছা. সোনাভান বেগম
গ্রাম: পুরাতন বাজার
জেলা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ

জি.পি.এ ৫

মোঃ মুতালিব হোসেন

পিতা: মো. বদর উদ্দীন
মাতা: মোছা. জোছনা বেগম
গ্রাম: মদনা
জেলা: খুলনা

জি.পি.এ ৫

মোঃ রায়হান মোল্লা

পিতা: মো. আনোয়ার হোসেন
মাতা: মোছা. সেলিনা বেগম
গ্রাম: রিদাসকাটি
জেলা: যশোর

জি.পি.এ ৫

লায়লা আক্তার

পিতা: ইসমাইল মিয়া
মাতা: মোছা. ইয়ারুন বেগম
গ্রাম: শ্রীপুর
জেলা: মৌলভীবাজার

জি.পি.এ ৫

সিতারা বেগম

পিতা: মো. তাজুল ইসলাম
মাতা: মোছা. নাজিরা বেগম
গ্রাম: তিলকপুর
জেলা: মৌলভীবাজার

জি.পি.এ ৫

শুভেচ্ছা বর্মন

পিতা: তাপস বর্মন
মাতা: মমতা বর্মন
গ্রাম: পীরগাছা
জেলা: টাংগাইল

জি.পি.এ ৪.৩১

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি : অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাবে

বুরো বাংলাদেশ ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে একদিকে যেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তেমনি তাদের জীবনধারার সার্বিক মান উন্নয়নে যথা- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নেও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। বুরো ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, ভবন নির্মাণ, কম্পিউটার প্রদান, সাউন্ড সিস্টেম প্রদান, অডিও সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান ইত্যাদি নানাবিষয়ে সহায়তা প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশ তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে দেশের দরিদ্র পরিবারের মেধাবী অসহায় শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে "শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি নামে" একটি সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর এই কর্মসূচির মাধ্যমে এস.এস.সি পাশ করা মেধাবী অথচ লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অসমর্থ এমন দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মধ্য থেকে অন্ততঃ ২৪ জনের এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে। একইসাথে উক্ত পরিবারের কর্মক্ষম কোন সদস্যকে আয়-রোজগার সহায়ক কর্মে নিযুক্তকরণে প্রয়োজনীয় ঋণ সেবা প্রদান করা হবে।

গত ৩১ শে জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ২৩ জন অদম্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অর্থ তুলে দেয়া হয়। টাংগাইলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠানে ২৩ জন শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষানুরাগী উপস্থিত ছিলেন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সম্মানীত এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী এবং টাংগাইলের জেলা প্রশাসক জনাব মাহবুব হোসেন উক্ত অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিকে বুরোর ক্রেষ্ট এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকল পরিচালকসহ বুরোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বুরো বাংলাদেশের এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে বুরো আরও অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন; তাঁরা সকল ধরণের সহযোগীতার আশ্বাস দেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি নীতিমালা

উদ্দেশ্য

- দরিদ্র পরিবারের মেধাবী সন্তানদের সরাসরি সহযোগীতার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করা।

- শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যদের আয় উর্পাজনক্ষম কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

কৌশল

প্রতি বৎসর এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকা কিংবা বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অসমর্থ এমন দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের এইচ.এস.সি পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে। একইসাথে উক্ত পরিবারের কর্মক্ষম কোন সদস্যকে আয়-রোজগার সহায়ক কর্মে নিযুক্তকরণে প্রয়োজনীয় ঋণ সেবা প্রদান করা হবে।

যোগ্যতা

● এস.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পিতা-মাতা না থাকা এবং শুধুমাত্র মাতার আয়ের উপর নির্ভরশীল এমন শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ● প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী কিংবা প্রতিবন্ধী অভিভাবকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ● আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে নিজের রোজগারে লেখাপড়া চালাচ্ছে এমন শিক্ষার্থী অগ্রাধিকার পাবে। ● অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা খাতে বৃত্তি পাচ্ছে না এরকম শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত হবে ● বাড়ী, ঘর বা জমিজমা নেই এমন শিক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ● সরকারী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে এরকম শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ● শিক্ষার্থীকে অবশ্যই হত দরিদ্র পরিবারের সদস্য হতে হবে। ● পরিবারের প্রধান প্রতিবন্ধী বা উপার্জনে অক্ষম বা কর্মক্ষম নয় এমন পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ● পরিবারের সদস্য সংখ্যা অধিক, একজনের উপার্জনে পরিবার নির্ভরশীল এবং পরিবারে একাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে - এরকম পরিবারের শিক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ● উপজাতী অথবা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শিক্ষা সহায়তা প্রদানে আর্থিক সহায়তার ধরণ

● নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ও হোষ্টেল খরচ সহ অন্যান্য খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ● শিক্ষার উপকরণসহ সকল প্রকার বইপত্র প্রদান করা। ● উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি সংক্রান্ত সকল খরচ প্রদান করা। ● রেজিষ্ট্রেশন ও চূড়ান্ত পরীক্ষার ফি সহ অন্যান্য খরচ প্রদান করা।

নিয়মাবলী

● গরিব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর জরিপ কার্য সম্পন্ন করতে হবে। ● প্রতি বৎসর বৃত্তি প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেয়া হবে। ● অনুদান গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ০২ বৎসরের পড়া লেখার খরচ নিশ্চিত করতে হবে। ● অনুদান গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের নিজ ঠিকানার সম্ভাব্য নিকটবর্তী কলেজে পড়া লেখা করতে হবে। ● অনুদান গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে অবশ্যই চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। ● চুক্তিপত্রে শিক্ষার্থীর ড্রপ আউট হওয়া যাবে না বিষয়টির উল্লেখ থাকতে হবে। ● অনুদান গ্রহণকারী মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের যাচাই বাছাই ও সুপারিশের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের উপর ন্যস্ত থাকবে। ● অনুদান গ্রহণকারী মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী হতদরিদ্র, দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের হতে হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত পরিবারের প্রতিবন্ধী মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ● শিক্ষার্থীর অভিভাবককে সকল প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ● সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী এক বা একাধিক ছাত্র/ছাত্রীর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন।

বৃত্তি প্রদান পদ্ধতি

১. প্রত্যেক ছাত্র/ ছাত্রীকে ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। উক্ত হিসাবে প্রতিমাসে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা জমা করা হবে। ২. ব্যাংক হিসাবে টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে শিক্ষার্থীকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করতে হবে। ৩. ভর্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার ভাউচার জমা দিতে হবে। ৪. বই ক্রয় সংক্রান্ত সকল প্রকার ভাউচার জমা দিতে হবে। ৫. মাসিক টিউশন ফি প্রদানের ভাউচার জমা দিতে হবে। ৬. হোষ্টেল খরচের ভাউচার জমা দিতে হবে। ৭. মাসের ৭ তারিখের মধ্যে হিসাব বিভাগ কর্তৃক উল্লেখিত টাকা শিক্ষার্থীর ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে ৮. শিক্ষার্থী যে কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে সে কলেজের ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ভর্তি করানোর ব্যবস্থা নিবেন। ৯. কলেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত বইয়ের তালিকা অনুযায়ী বই ক্রয় করে দেয়া হবে। কলেজের বেতনাদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী কর্তৃক অগ্রীম পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে।

বাছাই প্রক্রিয়া

পত্রিকায় প্রকাশিত খবর কিংবা বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী কর্তৃক যাচাই পূর্বক প্রতি অঞ্চল থেকে এক বা একাধিক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে ছাত্র/ছাত্রীর এস.এস.সি. পরীক্ষার সনদপত্র ও মার্কশিট/ট্রান্সক্রিপ্ট সিটের ফটোকপি, ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

বোর্ড তা যাচাই বাছাই করে ছাত্র ছাত্রীদের চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরণের সহায়তা সর্বোচ্চ ২৪ জনকে দেয়া হবে।

ফলাফল মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী প্রতি ৩ মাস পর পর মনিটরিং করে শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। কলেজে ভর্তির পর ১ম বর্ষের পরীক্ষায় সকল বিষয়ে 'এ' (A) এর উপর নম্বর না পেলে তার শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি বন্ধ করে দেয়া যাবে। শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম ৮০% ক্লাসে উপস্থিতি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরের শিক্ষা সহায়তা চলমান থাকবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। শিক্ষার্থীর এইচ.এস.সি. শিক্ষা সমাপ্ত হলে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল মূল্যায়ন এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

এই নাও তোমার চা

মিষ্টি গলায় স্ত্রী বললেন, 'এই নাও তোমার চা।' সঙ্গে বিস্কুট। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই রান্নাঘর থেকে টুংটাং শব্দ আসছিল। চা তৈরি হচ্ছে। স্ত্রী জানেন, দেরি হলে বাজখাঁই গলায় সাহেব চেঁচিয়ে উঠবেন, চা কোথায়? সেই সুযোগ তিনি দিতে চান না। চা দিয়েই তিনি আবার ছুটলেন রান্নাঘরে। সময় নেই। চুলায় ভাত। মাছও রাঁধতে হবে। টেবিলে নাশতা দিতে হবে। সাহেবের জন্য দুপুরের খাবার টিফিন বক্সে সাজিয়ে দিতে হবে। স্ত্রী নিজেও অফিসে যাবেন। আগের দিন দেরি হয়েছিল বলে বড় সাহেবের বকুনি খেতে হয়েছে। আজ অফিসে দেরি করার উপায় নেই...।

শেষ পর্যন্ত সবকিছুই হলো, শুধু স্ত্রী নিজেই নিজের তৈরি করা নাশতা খেতে পারলেন না। অফিসে দেরি করা চলবে না আজ। সংসারের অন্য সবাই খেয়েদেয়ে পরিপাটি হয়ে যার যার কাজে চলে যায়। স্ত্রীর তাতেই তৃপ্তি। ওই যে সকালে চা দেওয়ার সময় মিষ্টি হাসিটি ধরে রাখতে পেরেছেন এত চাপের মধ্যেও, সেখানেই তাঁর সার্থকতা!

আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের এটাই প্রতিদিনের চিত্র। সাহেব অফিস করবেন, তাঁর বড় চাকরি, বেতন বেশি। স্ত্রীর চাকরির তো কোনো দাম নেই, তা করে করুক। কিন্তু সংসারের যাবতীয় কাজও তাঁকে করতে হবে হাসিমুখে। আর যাঁদের সংসারে স্ত্রী চাকরি করেন না, তাঁর জন্য তো কাজের শেষ নেই। রান্না, ঘর ঝাড়ু, ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, বাচ্চা মানুষ করা, স্কুলে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ আর কাজ। কিন্তু তাঁদের এসব কাজের কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। দামও নেই। আর্থিক বা সামাজিক মূল্যায়ন নেই। সরকারি হিসাবের খাতায়ও তাঁদের অবদান শূন্য।

গেটস ফাউন্ডেশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা মেলিন্ডা গেটস ও তাঁর স্বামী মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বিশ্বব্যাপী নারীদের এই সমস্যাকে 'টাইম পভার্টি' বা 'সময়-দারিদ্র্য' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ মজুরিবিহীন কাজের বাইরে অন্য কাজ করার সময়ের অভাবে তাঁরা পীড়িত। এ বছর তাঁরা এই সময়-দারিদ্র্য দূর করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানান। সংসার সামলানোর কাজ নিশ্চয়ই অপরিহার্য। কিন্তু এ কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না এবং মজুরিসমৃদ্ধ কাজের চেয়ে একে কম মর্যাদা দেওয়া হয়। আর এই কাজগুলো যেহেতু নারীদেরই বেশি করতে

গৃহস্থালিতে নারীর কাজের সময় দুই ঘণ্টা কমানো গেলে দেশের শ্রমশক্তিতে তাঁদের অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ বাড়ে। আসুন, আমাদের দেশে নারীর জন্য আপাতত ১০ শতাংশ কর্মক্ষেত্র বাড়ানোর লক্ষ্যে তাঁদের গৃহস্থালির কাজের সময় অন্তত দুই ঘণ্টা কমানোর উদ্যোগ নিই

হয়, তাই তাঁদের পক্ষে অন্য কাজ করা সম্ভব হয় না। মেলিন্ডা গেটস এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'নারীর মজুরিবিহীন শ্রম বিশ্বের সব সমাজে বৈষম্যের মূল এবং আমরা এ নিয়ে খুব বেশি কথা বলি না'।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশেও এই বৈষম্য আছে, সংসারে পুরুষের চেয়ে নারীদের মজুরিবিহীন শ্রম বেশি দিতে হয়, যদিও গরিব দেশগুলোর চেয়ে সেটা কম। জাপানে এই সময়-পার্থক্য বেশি ছিল। সম্প্রতি কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে সংসারে সারাক্ষণ বাচ্চা দেখাশোনার কাজ থেকে নারীরা বেরিয়ে এসে অন্য কাজে যোগ দিতে পারেন।

বিশ্বব্যাপী নারীরা মজুরিবিহীন কাজে প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা কাজ করেন, যা পুরুষের মজুরিবিহীন কাজের সময়ের দ্বিগুণ। নরওয়েসহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে এই পার্থক্য একটু কম। যেমন, নরওয়েতে নারীরা দিনে গড়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা এবং পুরুষেরা তিন ঘণ্টা মজুরিবিহীন শ্রমের সাংসারিক কাজ করেন। ভারতে চিত্রটি ভিন্ন। নারীরা গড়ে ছয় ঘণ্টা এবং পুরুষেরা এক ঘণ্টারও কম সাংসারিক কাজ করেন।

বাংলাদেশে একজন নারী তাঁর সারা জীবনের প্রায় ১২ বছর রান্নাঘরে কাটান। অ্যাকশন এইড ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রজেক্টের আওতায় লালমণিরহাট ও গাইবান্ধা জেলার তৃণমূল নারী ও পুরুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন কাজের সময়ের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। এর চেয়ে হতাশাজনক অবস্থা আর কী হতে পারে! গবেষণায় দেখা গেছে, বাড়িতে একজন নারী যেখানে সারা দিনে সেবামূলক কাজে পৌণে সাত ঘণ্টা ব্যয় করেন, সেখানে পুরুষ ব্যয় করেন সোয়া এক ঘণ্টারও কম।

একজন নারী প্রতিদিন ১২টিরও বেশি কাজ করেন, যা মজুরিবিহীন এবং জাতীয় আয়ের (জিডিপি) হিসাবে যোগ হয় না। আর পুরুষ করেন তিনটিরও কম। নারীর যে কাজ জাতীয় আয়ের হিসাবে (জিডিপি) যোগ হয় না এমন কাজের আনুমানিক বার্ষিক মূল্য জিডিপির প্রায় ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ। কৃষিতে নারীর অবদান হিসাব করলে অবাক হতে হয়। ধান উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২৩টি ধাপের মধ্যে ১৭টির সঙ্গে নারী সরাসরি যুক্ত। কিন্তু নারীর এই অবদানের স্বীকৃতি কোথাও নেই। কারণ এ কাজে কোনো নগদ আয় নেই বা এ কাজের জন্য কাউকে মজুরি দিতে হয় না। উপরন্তু নারী কাজ যতই করুন, যেহেতু ফসলের মালিক পুরুষ বা তাঁর স্বামী, তাই কাজের স্বীকৃতিও পুরোটা তাঁরই পকেটে চলে যায়। আর উঠতে-বসতে স্ত্রীকে কথা শুনতে হয়। বলা হয়, 'সারা দিন করো কী?'

সাধারণত পেশাগত পরিচয়ে বলা হয়, স্বামী অমুক চাকরি করেন আর স্ত্রী গৃহিণী! স্ত্রীর পরিচয়ে অনেক সময় বলা হয়, উনি কোনো 'কাজ' করেন না! স্পষ্টতই এখানে 'কাজ' বলতে মজুরি-বেতন-ভাতা বাবদ নগদ আয় হয় এমন কাজ বোঝানো হয়। আর নারীরা ঘরের যত কাজ করেন, সেসব কোনো কাজ বলে গণ্য হয় না, কারণ সেখানে কোনো নগদ আয় নেই।

একবার একটি চমৎকার কার্টুনচিত্র দেখেছিলাম। একজন নারী দশ-পনেরো হাতে কাজ করছেন। রান্না, সন্তান লালন-পালন, পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্ন, ঘর পরিষ্কার করা, ...সব কাজ। আর ছবির ওপরে-নিচে লেখা, 'আমার বউ কাজ করে না'! প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজগুলো এতই অদৃশ্য। নারীর মজুরি ও স্বীকৃতিবিহীন কাজের এমন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ খুব কমই দেখেছি। কার্টুনচিত্রটি একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আমাদের সমাজে নারীর কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কত বৈষম্যমূলক ও ত্রুটিপূর্ণ।

থেকে চাকরি করতে পারেন। যেমন, স্বামী সপ্তাহে তিন-চার দিন সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পারেন। রান্নাঘরের কিছু কাজও ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। সরকারও নতুন কিছু আইন করতে পারে। চাকরিজীবীর জন্য বছরে 'পরিবারের জন্য ছুটি', 'পিতৃত্ব ছুটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অনেক দেশে এ রকম আছে। একই সঙ্গে গৃহস্থালির কাজে আধুনিক প্রযুক্তি সহজলভ্য করা দরকার। ওয়াশিং মেশিন, রাইস কুকার, ঘর মোছার মেশিন প্রভৃতি সবার হাতের নাগালে আনা গেলে ঘরের কাজে সময় ভাগাভাগি সহজ হয়। কিন্তু

আমার বউ কাজ করে না

সৌজন্যে : ফেসবুক পেজ 'ভ্রান্ত যুক্তি'

একজন নারী প্রতিদিন ১২টিরও বেশি কাজ করেন, যা মজুরিবিহীন; এমন কাজের আনুমানিক বার্ষিক মূল্য জিডিপির প্রায় ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ... ধান উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২৩টি ধাপের মধ্যে ১৭টির সঙ্গে নারী সরাসরি যুক্ত... নারী কাজ যতই করুন, যেহেতু ফসলের মালিক পুরুষ বা তাঁর স্বামী, তাই কাজের স্বীকৃতিও পুরোটা তাঁরই পকেটে চলে যায়। আর উঠতে-বসতে স্ত্রীকে কথা শুনতে হয়। বলা হয়,

'সারা দিন করো কী?'

নারীর সব কাজের স্বীকৃতি দিয়ে সঠিক মূল্যায়ন না করলে সমাজে অর্ধেক মানুষ উৎপাদনশীল কাজের বাইরে থেকে যাবে। যেহেতু নারীকে একাধারে ঘর ও বাইরের সব কাজ করতে হয়, তাই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। নিজের অবসর বলতে কিছু থাকে না। তিনি যদি চাকরি করেনও, তা হলেও তাঁর পক্ষে প্রশিক্ষণ নিয়ে পেশাগত উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব হয় না। ফলে চাকরিতে গেলেও নারী সব সময় কম বেতনের নিম্নমানের কাজ করতে বাধ্য হন। সমাজের অর্ধেক কর্মশক্তি এভাবে পূর্ণ অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়।

এর প্রতিকার কঠিন নয়। গৃহস্থালির কাজে পুরুষ সমান দায়িত্ব নিলে নারীর বোঝা অনেক কমে। তিনি পুরুষের সমান অবস্থানে

এ জন্য আর্থসামাজিক উন্নয়ন দরকার। আবার বিপরীতক্রমে সমাজের অর্ধেক শক্তি নারীকে বাদ দিয়ে সমাজের উন্নয়নও সম্ভব নয়, এটাও মনে রাখতে হবে।

এক হিসাবে দেখা গেছে, গৃহস্থালির কাজে নারীর কাজের সময় দুই ঘণ্টা কমানো গেলে দেশের শ্রমশক্তিতে তাঁদের অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ বাড়ে। আসুন, আমাদের দেশে নারীর জন্য আপাতত ১০ শতাংশ কর্মক্ষেত্র বাড়ানোর লক্ষ্যে তাঁদের গৃহস্থালির কাজের সময় অন্তত দুই ঘণ্টা কমানোর উদ্যোগ নিই। আর এ জন্য পুরুষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

- সংকলন: **প্রাণেশ বণিক**, *অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী*
  কৃতজ্ঞতা: আব্দুল কাইউম, সাংবাদিক

Dbœqbi Mvb

এসো সবাই মিলে বলি,
নিজেকে চিনবো এবার।
এসো সবাই মিলে বলি,
নিজেকে জানবো এবার।
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ভুলে গিয়ে,
সকলেই হব সবার।।

নিজেকে চিনবো এবার,
নিজেকে জানবো এবার-২
বুরো বাংলাদেশের এই অঙ্গিকার।

হাসি-মুখে ভাল সব মানবো,
সময়ের সাথে সব মেনে নিতে জানবো-২
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ভুলে গিয়ে,
সকলেই হব সবার।।

নিজেকে চিনবো এবার,
নিজেকে জানবো এবার-২
বুরো বাংলাদেশের এই অঙ্গিকার।
নতুন ভাল কিছু করবো,
উন্নয়নের স্রোতে সামিল হব-২
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ভুলে গিয়ে,
সকলেই হব সবার।।

নিজেকে চিনবো এবার,
নিজেকে জানবো এবার-২
বুরো বাংলাদেশের এই অঙ্গিকার।

- **মাহবুবুর রহমান (সুমন)**, *উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক, প্রশাসন*

UAE-BD Investment Company Ltd. এবং বুরো বাংলাদেশের মধ্যে বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর

ক্ষুদ্রঋণ এবং এসএমই কর্মসূচির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি UAE-BD Investment Company Ltd. এবং বুরো বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে UAE-BD Investment Company Ltd. সহজ শর্তে বুরো বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করবে। বুরোর পক্ষে নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন এবং কোম্পানীর পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ এস এম আকবর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Financial Literacy প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় বাস্তবায়নে মাষ্টারকার্ড এর অনুদান

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার অধীনে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে মাষ্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং বুরো বাংলাদেশ সমন্বীত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় বাস্তবায়নে মাষ্টারকার্ড এর অনুদানে আরও ২৫ হাজার নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাকে এই সেবা প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সদ্য সাবেক গভর্ণরসহ উভয় পক্ষের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন সভা- ২০১৬

বুরো বাংলাদেশের ১০৯টি কর্ম-এলাকায় সমপ্রতি এই সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এসকল সভায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল কর্মিবৃন্দ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

এলাকাভিত্তিক একটি কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন সভায় উপস্থিত কর্মীবৃন্দ

প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

বুরো বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ বিভাগ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি মধুপুর CHRD মিলনায়তনে বার্ষিক পরিকল্পনা সভা-২০১৬ আয়োজন করে। সভায় নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালক-অর্থ, অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচিসহ সকল প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বিগত বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা-২০১৬ উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন কৌশল এবং প্রশিক্ষক উন্নয়ন।

INSPIRED প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের কলাগাছের সুতা থেকে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন মেলায় প্রশংসিত

INSPIRED প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যগণ কলাগাছ এবং আনরসের পাতা থেকে সুতা উৎপাদন করে সেই সুতার সাহায্যে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করছেন। সম্প্রতি তারা গাজীপুর এবং টাংগাইলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করেন যা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। ছবিতে টাংগাইলের জেলা প্রশাসক জনাব মাহবুব হোসেন স্টল পরিদর্শন করছেন।

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পে নতুন ব্যবস্থাপক যোগদান

মিঃ থুই নুমংবুরো বাংলাদেশের বাস্তবায়নাধীন ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের নতুন প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করেছেন। তিনি পূর্বতন ব্যবস্থাপক মিস আসমা পারভীনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এখানে যোগদানের পূর্বে তিনি কারিতাস, ডানিডা, সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ১৫ বছর কাজ করেছেন। মিঃ মং চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে ইরেজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি সকলের সহযোগিতা ও দোয়াপ্রার্থী। মিঃ মং কে বুরো পরিবারে স্বাগতম।

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ • সংখ্যা-৪ • বর্ষ-২

ফটো গ্যালারী

বুরো বাংলাদেশের শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

প্রধান অতিথির হাত থেকে শিক্ষা সহায়তার অর্থ গ্রহণ করছেন একজন শিক্ষার্থী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সম্মানীত এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব অমলেন্দু মুখার্জী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন টাংগাইলের জেলা প্রশাসক জনাব মাহবুব হোসেন

সম্মানীত অতিথির হাত থেকে শিক্ষা সহায়তার অর্থ গ্রহণ করছেন আরেকজন শিক্ষার্থী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন

অতিথিবৃন্দকে বুরোর ক্রেষ্ট প্রদান করা হচ্ছে

শিক্ষা সহায়তার অর্থ গ্রহণ করছেন একজন শারীরীক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাইছেন জেলা প্রশাসক মহোদয়

শিক্ষা সহায়তার অর্থ গ্রহণকারী একজন শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীমন্ডলীর একাংশ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন একজন অভিভাবক

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org